সূচিপত্র

১। প্রস্তাবনা	৩
২। নীতিমালা/আচরণবিধি	৪
৩। নিয়ম ভঙ্গ করণ	৬
৪। শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া	১০
৫। নিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	১৩

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা

১। প্রস্তাবনা

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশনকে সফল করার লক্ষ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সকলের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল :

১.১ মহান সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু অধিকার নিয়েই পৃথিবীতে মানব জাতির আগমন যা কোন শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা কর্মরত ব্যক্তিদের লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

১.২ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানের অগ্রগতি সাধন যা কিনা একটি নিরাপদ এবং আরামদায়ক শিক্ষা-পরিবেশ ব্যতীত সম্ভব নয়। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত সকলেই এই পরিবেশ তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

১.৩ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিবেশ হবে উন্মুক্ত যেখানে সকলের মতামত/দৃষ্টিভঙ্গি শোনা হবে যদি তা উপরোক্ত নীতি ১.১ এবং ১.২ ভঙ্গ না করে। একটি গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষা যথাযথ হয় মুক্তচিন্তার আদান প্রদানের মাধ্যমে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় নীতিমালা সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশনকে সমর্থন করে। এই নীতিমালা যেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের কাছে বোধগম্য হয় সে বিষয়টি দেখা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব, কারণ কাউকে যখন শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ করা হয় তখন শৃঙ্খলা কমিটির

কার্যপদ্ধতি যেন তার কাছে পরিষ্কার থাকে। বর্ণিত আচরণবিধি লঙ্ঘনের কারণে শৃঙ্খলা পদ্ধতির প্রক্রিয়াতে ডাকা হবে। নিষেধাজ্ঞাগুলো অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী অপরাধীকে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে। পুনরাবৃত্ত অপরাধের ক্ষেত্রে গুরুতর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২। নীতিমালা/আচরণবিধি

২.১ মুক্ত মত প্রকাশ এবং তা ব্যাহত করণ

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি, তত্ত্ব ও তথ্যের মুক্ত প্রকাশ এবং গঠনমূলক বিতর্ককে স্বাগত জানায়। ব্যক্তি এবং সমষ্টির শান্তিপূর্ণ ও প্রতিবন্ধকতাহীন ভিন্ন মত যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিসম্মত এবং যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ও দরকারি কাজকে বাধাগ্রস্ত করে না, সেই ধরনের ভিন্ন মতকে বিশ্ববিদ্যালয় শ্রদ্ধা করে এবং স্বীকৃতি দেয়। এই প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি বা দল অযৌক্তিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমকে বাধা দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি তা ক্ষতিকর মনে করে তাহলে কর্তৃপক্ষ তা প্রতিহত করবে।

২.২ অসহিষ্ণুতা

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও প্রচেষ্টা হল এমন পরিবেশ রক্ষা করা যা বিশ্ববিদ্যালয় বা এই সম্প্রদায়ের জন্য যেকোনো বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম, শ্রেণি, রাজনৈতিক সম্বন্ধ, জাত, পদমর্যাদা বা অবস্থানের ক্ষেত্রে সহিষ্ণু এবং শ্রদ্ধাশীল। সবশেষে, অসহিষ্ণুতা এমন একটি মনোভঙ্গি, অনুভব বা বিশ্বাস যা ভিন্ন ব্যক্তি বা দলকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর

উপর ভিত্তি করে পরস্পরকে ঘৃণা করতে শেখায়। পূর্বে উল্লেখিত স্বাধীন মত প্রকাশ, ভিন্ন দৃষ্টি ও মতামতকে উৎসাহিত করার নীতি নেয়া হয়েছে এবং এই মত প্রকাশে বাধা প্রদানকে "বাধাপ্রদান কর্ম" রূপে আখ্যায়িত করা হবে।

২.৩ শারীরিক লাঞ্ছনা

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যদের নিরাপত্তা ও কল্যাণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এই লক্ষ্যে এমন একটি পরিবেশ রক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে যা সকলকে সহিংস কর্ম থেকে দূরে রাখবে। যেকোনো প্রকারের শারীরিক লাঞ্ছনা যেমন প্রহার, ঘুষি, লাথি, অনাকাঙ্ক্ষিত শারীরিক স্পর্শ ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন করে না।

২.৪ ধূমপান

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সম্পূর্ণভাবে ধূমপান মুক্ত। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্যাম্পাসের সবার মধ্যে স্বেচ্ছা প্রণোদনা, মেধা ও ধৈর্য থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত মূলনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে :

২.৪.১ নিষিদ্ধকরণ মূলনীতি :

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় কাম্পাসে ধূমপান নিষিদ্ধ।

ক্যাম্পাসে সিগারেট, লাইটার, বা দাহ্য বস্তু বহন নিষিদ্ধ।

২.৪.২ শাস্তি

ক) প্রথমবার ধূমপানের জন্য জরিমানা ৫০০ টাকা।

খ) দ্বিতীয়বার ধূমপানের জন্য জরিমানা ৩০০০ টাকা এবং অভিভাবককে জ্ঞাত করা।

গ) পরবর্তী ধূমপানের জন্য শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ।

ঘ) প্রথমবার সিগারেট, লাইটার বা অগ্নি সম্পর্কিত বস্তু বাজেয়াপ্ত করা। দ্বিতীয়বার বহনকারীকে প্রক্টর অফিসে

প্রেরণ এবং পরবর্তীতে শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ।

২.৫ ক্যাম্পাসে প্রচারকার্য

২.৫.১ ব্যবসায় উদ্যোগ, বাণিজ্যিক বা সামাজিক কার্যক্রমকে ব্যানার, পোস্টার, স্টল, প্রতীকী বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং বহিরাগতদের পণ্য প্রদর্শন অবশ্যই প্রক্টর অফিসের মাধ্যমে পরীক্ষিত হতে হবে। পণ্য প্রদর্শন, ক্রয়-বিক্রয়, সেবামূলক কার্যক্রমের উদ্যোগ যা নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি, শিক্ষা-পরিবেশ এবং সরকারি আইনের বিপক্ষে যায়, সেসকল বিষয় অনুমতি দেয়া হবে না। প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে প্রক্টর অফিসের নির্ধারিত আকার, মাত্রা ও স্থান অনুসরণ করতে হবে।

২.৫.২ ক্যাম্পাসে প্রচার কর্মকাণ্ড করার জন্য ক্লাব, একাডেমিক স্কুল এবং অন্যান্য বিভাগগুলোর ক্ষেত্রেও একই পথ অনুসরণ করা হবে। শিক্ষার্থী ক্লাবগুলো স্পন্সরকে অবশ্যই নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালা জ্ঞাত করবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেঁধে দেয়া মানদণ্ড হতে দূরে সরে গেলে বা কিছু আত্মসাৎ করলে তা নীতিমালা ভঙ্গ হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

৩. নিয়ম ভঙ্গকরণ

৩.১ শিক্ষাক্ষেত্রে অসৎ কর্ম

১) রচনা চুরি; অন্যের কাজ নিজের কাজ বলে চালিয়ে দেয়া।

২) অন্যের জন্য কাজ তৈরি করে দেয়া যা সে নিজের নামে চালাবে।

৩) নকল করা।

৪) জ্ঞাতসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউকে শিক্ষা বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দেয়া।

৩.২ সামাজিক এবং ব্যক্তিগত অসদাচরণ

৩.২.১ হিংস্রতা

১) শারীরিক লাঞ্ছনা।

২) কথা দ্বারা বা লিখিত বা ইলেকট্রনিক বার্তা দিয়ে সরাসরি হিংস্র হুমকি প্রদান।

৩) কথা বা লিখিত বা ইলেকট্রনিক বার্তা দ্বারা হুমকি প্রদান।

৪) এমন কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া যা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানকে নস্যাৎ করে।

৫) বেপরোয়া আচরণ যা অন্য কারো বিপদের কারণ ঘটায়।

৩.২.২ কোন ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান।

৩.২.৩ মিথ্যা উপস্থাপনা, ভুল তথ্য বা বল প্রয়োগের মাধ্যমে সমর্থন আদায় করা, স্বাক্ষর নেয়া বা এমন বিধ্বংসী কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ভয় ও উদ্বেগ তৈরি করা যা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষতিকারক।

৩.২.৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ, অভিব্যক্তি বা ভাষা ব্যবহার।

৩.২.৫ সম্পদ নষ্ট

১) অগ্নি সংযোগ

২) ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পত্তি নষ্ট করা

৩) বেপরোয়া ব্যবহার যা সম্পত্তি নষ্ট করে

৩.২.৬ দখল এবং / বা অস্ত্রের ব্যবহার

১) আগ্নেয়াস্ত্র

২) বিস্ফোরক বা বিস্ফোরক দ্রব্যাদি যেমন বোমা, ককটেল, রাসায়নিক পদার্থ বা সমজাতীয় দ্রব্য।

৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল কারো অনুমোদন সাপেক্ষে আতশবাজি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪) কাউকে হুমকি প্রদান বা আঘাত করার জন্য ছুরি, লাঠি বা অন্য কোন দ্রব্য/বস্তু ব্যবহার করা।

৩.২.৭ অবাধ্যতা

১) অবাধ্যতা, অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ও বিরোধিতা বা কেউ তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালন না করা

২) অনধিকার প্রবেশ

৩.২.৮ প্রতারণা

১) প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য দেয়া

২) জালিয়াতি, পরিবর্তন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিল, রেকর্ড বা পরিচয়পত্র অপব্যবহার করা

৩) জালিয়াতি বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে চেক ইস্যু করা

৩.২.৯ চুরি

১) বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল তসরুফ বা যোগান, যন্ত্রপাতি, শ্রম, স্থান বা সুবিধার পরিবর্তন

২) বিশ্ববিদ্যালয়ের চুরি করা সম্পত্তি স্থানান্তর করা

৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি চুরি করা বা চুরি করতে সহায়তা করা

৪) স্পন্সর বা যেকোনো ধরনের অর্থ আত্মসাৎ এবং শিক্ষার্থী বা ক্লাব দ্বারা পরিচালিত আর্থিক প্রমাণাদিতে অস্বচ্ছতা থাকা।

৩.২.১০ নিরাপত্তা

নিরাপত্তা সরঞ্জাম যেমন দরোজা, তালা;

বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি যেমন কম্পিউটার, লিফট ইত্যাদি নষ্ট করা।

৩.২.১১ মাদক এবং এ জাতীয় দ্রব্যাদি

১) উৎপাদন

২) সরবরাহ বা বিক্রয়

৩) অননুমোদিত বহন বা ব্যবহার

৩.২.১২ অশালীন আচরণ

শৃঙ্খলা কমিটি অশালীন আচরণের ধরন অনুযায়ী অভিযুক্তকে ১০,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা জরিমানা করতে পারে। সামাজিক শালীনতার সীমা অতিক্রম করার অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিভাবক ডাকা, শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ এবং বহিষ্কার করা হতে পারে।

৩.২.১৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন/অবৈধ সঙ্ঘ

ক্যাম্পাসের ভেতরে বা বাইরে এমন ব্যবহার যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ন করে বা স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়। ব্যক্তি বা দলের সাথে সংশ্লিষ্টতা যা অবৈধ এবং যা স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। এমন কাজে নিয়োজিত হলে অভিযুক্তকে শৃঙ্খলা কমিটি বহিষ্কার করা বা কিছু ক্ষেত্রে আইনের হাতে তুলে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বা অন্য কোনভাবে ঘৃণ্য বার্তা দেয়া যা কোন ধর্ম, সংস্কৃতি বা ক্ষুদ্র জাতিকে আঘাত করে, তা হবে শাস্তিমূলক অপরাধ। যেকোনো ধরনের কাজ বা বার্তা, প্রতিকৃতি, চিত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাস বা জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে, সেসব ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

৩.২.১৪ যৌন হয়রানি

যৌন প্রশ্রয় পাওয়ার জন্য অনুরোধ বা যেকোনো ধরনের মৌখিক বা শারীরিক যৌন হয়রানি। যৌন কর্মের বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা দেয়ার প্রতিশ্রুতি এবং অন্যকে অবমাননা করে আনন্দ নেওয়া।

৩.২.১৫ অন্যান্য লঙ্ঘন

যেকোনো ধরনের লঙ্ঘন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতির পরিপন্থী।

৪ শাস্তিমূলক প্রক্রিয়া

৪.১ এখানে বর্ণিত যেকোনো ধরনের নীতিমালা ভঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শৃঙ্খলা কমিটির অনুমোদিত সতর্কীকরণ বিষয়াদি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিচারিক পদ্ধতি যথাযথ বিবেচনায় আনতে পারেন। শৃঙ্খলা কমিটি কোনো অভিযোগ বিবেচনা বা সুপারিশের জন্য উপাচার্যের কাছে পাঠাবে।

৪.২ নিম্নোক্ত অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ না করেই বহিষ্কার করা যেতে পারে।

৪.২.১ প্রথমবার করা নিম্নোক্ত ধরনের অপরাধসমূহ;

১) শারীরিক লাঞ্ছনা (৩.২.১.১)

২) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ, অভিব্যক্তি বা ভাষা ব্যবহার (৩.২.৪)

৩) অগ্নি সংযোগ (৩.২.৫.১)

৪) বিদ্বেষপ্রসূত সম্পত্তি নষ্ট বা ধ্বংস করা (৩.২.৫.২)

৫) জালিয়াতি, পরিবর্তন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিল, রেকর্ড বা পরিচয়পত্রের অপব্যবহার (৩.২.৮.২)

৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল তসরুফ বা সরবরাহকৃত মালামাল, যন্ত্রপাতি, শ্রম, স্থান বা সুবিধার পরিবর্তন (৩.২.৯.১)

৭) বিশ্ববিদ্যালয়ের চুরি করা সম্পত্তি স্থানান্তর করা (৩.২.৯.২)

৪.২.২ নিম্নোক্ত অপরাধগুলো যেগুলো একাধিকবার করা হয়েছে :

১) রচনা চুরি (৩.১.১)

২) জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে শিক্ষা বিষয়ে মিথ্যা তথ্য দেয়া (৩.১.৪)

৪.২.৩ শাস্তিমূলক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাঁচ দিনের মধ্যে লিখিত আপিল করা যাবে।

৪.৩ জালিয়াতি, পরিবর্তন অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের দলিল, রেকর্ড বা পরিচয়পত্র অপব্যবহার করা (৩.২.৮.২), অনধিকার প্রবেশ (৩.২.৭.২), প্রতারণার উদ্দেশ্যে মিথ্যা তথ্য দেওয়া (৩.২.৮.১) ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৪.৩.১ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী তার নিজ পরিচয়পত্র নকল করলে জরিমানা ১০,০০০ টাকা ।

৪.৩.২ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী যদি কোন বহিরাগতকে অবৈধভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করায় সেক্ষেত্রে জরিমানা ২৫,০০০ টাকা।

৪.৩.৩ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী যদি

পরিচয়পত্র নকল করে কোন বহিরাগতকে প্রবেশ করায়, জরিমানা ৩৫,০০০ টাকা (১০,০০০+২৫,০০০)।

৪.৩.৪ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী যদি অন্য কোন শিক্ষার্থীকে অবৈধভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করায় সেক্ষেত্রে জরিমানা ৫,০০০ টাকা।

৪.৩.৫ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী যদি অন্য কোন শিক্ষার্থীকে নকল পরিচয়পত্র দিয়ে অবৈধভাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করায় সেক্ষেত্রে জরিমানা ২৫,০০০ টাকা।

৪.৩.৬ নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষার্থী যদি অর্থের বিনিময়ে তার পরিচয়পত্র ব্যবহার করতে দেয় তবে তাকে বহিষ্কার করা হবে।

৪.৩.৭ ভুয়া অভিভাবক উপস্থাপন, জাল মেডিক্যাল কাগজ বা মিথ্যা তথ্য দিলে জরিমানা ২০,০০০ টাকা।

৪.৪ অন্যান্য নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কমিটির মুখোমুখি হতে হবে। নিয়মাবলী লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তা শৃঙ্খলা কমিটির চেয়ারম্যানকে অবহিত করা হবে।

৪.৪.১ কমিটিতে ডাকার পূর্বে শিক্ষার্থীকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে।

৪.৪.২ বিচারিক প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ পেশাগতভাবে অযথা কার্যপ্রণালী বা প্রমাণাদি দ্বারা ভারাক্রান্ত করা হবে না। যেসব প্রমাণাদি প্রাসঙ্গিক নয় সেসব গ্রহণীয় হবে না। দোষী বা নির্দোষ ব্যক্তি অভিযুক্ত হলে শৃঙ্খলা কমিটির কার্যক্রমে তদন্তকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে।

৪.৪.৩ শুনানির গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে যদি না অভিযুক্ত শিক্ষার্থী তা প্রকাশ করতে চায়।

৪.৪.৪ যদি অভিযুক্ত শিক্ষার্থী শুনানি প্রকাশ করতে চায়, কমিটিকে জানিয়ে চেয়ারপারসন তা অগ্রাহ্য করতে

পারেন। যদি এই মুক্ত শুনানি দর্শকের মনে আঘাত করে, ব্যক্তিগত, মানসিক বা চিকিৎসা সম্পর্কিত স্পর্শকাতর তথ্য প্রকাশ করে অথবা কারো অকল্যাণ করে তবে তিনি তা বাদ দিতে পারেন।

৪.৪.৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সব তথ্য প্রমাণাদি চেয়ারপারসন নিজে বা তার প্রতিনিধি উপস্থাপন করবেন।

৪.৪.৬ চেয়ারপারসন বা কমিটির অন্যান্য সদস্যরা শুনানিতে আসা সাক্ষীদের প্রশ্ন করতে পারেন। অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৪.৪.৭ শুধু হাজিরা না দেয়ার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। শুনানির সময়ে অনুপস্থিত থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনা তথ্য প্রমাণাদি বিবেচনা করা হবে।

৪.৪.৮ মূল শুনানির একটি লিখিত রিপোর্ট নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দিয়ে গঠিত হবে :

১) অভিযোগ ও অন্যান্য কাগজপত্রের নোটিশ

২) উপস্থাপিত প্রমাণাদির সারসংক্ষেপ

৩) সকল প্রকার তথ্য

৪) প্রস্তাবিত অনুমোদন

৪.৪.৯ মাদকদ্রব্য বা নিয়ন্ত্রিত পদার্থের কোনও ক্ষেত্রে (অনুচ্ছেদ ৩.২.১১) ন্যূনতম দণ্ডকে জোরদার করার জন্য অভিযুক্তকে এক সেমিস্টার সাসপেন্ড করা হবে।

৫ নিয়মভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

৫.১ শিক্ষাবিষয়ক অসাধুতা;

শিক্ষা বিষয়ক অসাধুতার ক্ষেত্রে

৫.১.১ এসকল ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক শুনানি হতে পারে বিষয়টি সমাধানের জন্য সেখানে নিম্নোক্ত দুটি নিষেধাজ্ঞার মধ্যে একটি বেছে নিতে পারেন;

১) যেক্ষেত্রে অপরাধটি ঘটেছে, সেটিতে অকৃতকার্য করানো।

২) উক্ত কোর্সে অকৃতকার্য করানো।

৫.১.২ এটি করতে চান তবে তিনি বিষয়টি বিভাগীয় প্রধানের কাছে পাঠাবেন যিনি উপরোক্ত নিয়মে ব্যবস্থা নেবেন।

৫.১.৩ যেখানে শিক্ষার্থীরা অপরাধগুলো বা সামাজিক অসৌজন্যমূলক ব্যবহারের দায় স্বীকার করে না এবং শিক্ষকের বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ থাকলে বিভাগীয় প্রধান লিখিত অভিযোগসহ শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ করবেন।

৫.১.৪ শিক্ষক সরাসরি লিখিত অভিযোগসহ শৃঙ্খলা কমিটিতে প্রেরণ করতে পারেন।

৫.১.৫ উপরোক্ত অনুমোদন ছাড়া শৃঙ্খলা কমিটির শুনানির পর নিম্নোক্ত ৫.২ ধারা মোতাবেক শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করা যেতে পারে।

৫.২ আইন ভঙ্গ করণ :

নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে (শিক্ষা ও সামাজিক উভয়) শৃঙ্খলা কমিটির পরিসীমা ঠিক করে দেবে যেন শাস্তিমূলক বিষয়গুলোতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

৫.২.১ শাস্তিমূলক সতর্কবাণী

শাস্তিমূলক সতর্কবাণী দ্বারা শিক্ষার্থীকে নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় যে তার আচরণটি সন্দেহজনক এবং ভবিষ্যতে আইন ভঙ্গ করলে তা আরো গুরুত্বের সঙ্গে নেয়া হবে। সতর্কবাণী মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে জারি করা যেতে পারে এবং তা শিক্ষার্থীর ফাইলে রেকর্ড হিসেবে থাকবে।

৫.২.২ শৃঙ্খলার পরীক্ষাকাল

শৃঙ্খলার পরীক্ষাকাল একজন শিক্ষার্থীকে স্বাভাবিক অবস্থা থেকে দূরে রাখে। এই ব্যবস্থা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে কোর্স করতে দেয়া হবে কিন্তু কোন পুরস্কার প্রাপ্তি বা আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে না অথবা শাস্তি হিসেবে বিশেষ কিছু শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। পরীক্ষাকালীন সময়ে আরোপিত শর্ত ভঙ্গের জন্য শৃঙ্খলা কমিটির মাধমে আরও নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হবে।

৫.২.৩ বিশেষাধিকার হ্রাস

বিশেষাধিকার হ্রাস হল বিশেষ সুবিধা তুলে নেয়া বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ কাজে অংশগ্রহণ অথবা পুনর্বাসন। বিশেষাধিকার হ্রাস এককভাবে বা অন্য কোন নিষেধাজ্ঞার সাথে আরোপ হতে পারে।

৫.২.৪ শাস্তিমূলক স্থগিতাদেশ

শাস্তিমূলক স্থগিতাদেশ হল নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিবন্ধন, ক্লাস উপস্থিতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম বা সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা। তবে সম্প্রতি নেয়া কোর্সের ক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। সেক্ষেত্রে সেই মেয়াদ শুরু হবে পরবর্তী সেমিস্টার থেকে। শিক্ষার্থী যদি শৃঙ্খলা কমিটির শুনানির সময় স্বেচ্ছায় নিবন্ধন না করে তবে তা নির্দিষ্ট সময়ের স্থগিতাদেশের মধ্যে গণ্য হবে না। শাস্তিমূলক স্থগিতাদেশ শিক্ষার্থীর ফাইলে সংরক্ষিত থাকবে।

৫.২.৫ শাস্তিমূলক বহিষ্কার

শাস্তিমূলক বহিষ্কার হল উপাচার্য দ্বারা স্থায়ীভাবে নিবন্ধন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রকমের সুবিধা এবং কার্যক্রম বাতিল। শাস্তিমূলক বহিষ্কার শিক্ষার্থীর ট্র্যান্সক্রিপ্টে উল্লেখ থাকবে।

৫.২.৬ ক্ষতিপূরণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয় সদস্যদের বা অতিথিদের সম্পদ নষ্ট বা আত্মসাৎ করার জন্য শিক্ষার্থীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যে বা যারা এইসব ক্ষতিকর কাজের সাথে জড়িত তাদের ওপর এধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এই ক্ষতিপূরণ এককভাবে বা অন্য শাস্তির সাথে প্রদান করা যেতে পারে।

৫.২.৭ অস্থায়ী বা অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাস ছেড়ে যেতে হবে। কেউ যদি কোন ব্যক্তি, সম্পদ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় কাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে বিভাগীয় প্রধান বা শৃঙ্খলা কমিটির চেয়ারপারসন এই ব্যবস্থা নিতে পারেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি লিখিতভাবে শৃঙ্খলা কমিটিকে জানাবে পরবর্তী কর্মপন্থার জন্য। এই অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার সময় কেউ যদি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে তবে তাকে বহিষ্কার করা হবে। (শুনানির পূর্বে) তাকে অফিসের সম্পত্তি ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা হবে। এই শুনানি সাধারণত স্থগিতাদেশের নোটিশের পাঁচ কর্ম দিবসের মধ্যে হয়ে থাকে।

** পরিমার্জনা : ডঃ খালিকুজ্জামান ইলিয়াস*

** অনুবাদ : রাকীব আহমেদ*